The following, an **excerpt** from **Dhaka-Muktijuddho**, in Bangla, written by Dr. A. H. Moin Uddin Ahmed (Professor, Chemistry Department of the University of Dhaka) is taken from *Bimbito Atmodorpone Sorbodoye Jibon Dorshon Sorbangshu - Atmochorit* (Autobiography in poetry form) (Proponchomoy Prolok Volume 6, pages 114-115). There are 10 volumes of Proponchomoy Prolok in total, a series of poetry books by Dr. A. H. Moin Uddin Ahmed, written roughly in 3 years, containing over a thousand poems, mostly in Bangla. This part of the poem describes his experience of the dark night of 25th March 1971 and the following day.

ঢাকা – মুক্তিযুদ্ধ

লিখিত ১৯/০৩/১৯৯৮

...

ভোটে জয়ী পূবালী চাই গর্দি, পশ্চিম অঙ্গ গররাজি, তাহে জ্বলে বঙ্গে আগুন
তাদের ইল্লতি বাড়ায় ক্ষোভবহ্নি, রুষে বাঙ্গালী রুষিত রোষে, হয় ক্রুর দারুণ।
আমারও জাগে মনে স্বাধীনতা ফাগুন, মিলায় হাত সংগ্রামবিক্ষোভে,
উড়ায় বাংলার পতাকা মোর দলুজঅলিন্দে, উড়ে দীপ্তশোভিত শোভে।

পঁচিশে মার্চগমে সেই বিশ্ব দুর্যোগভরা ভয়ঙ্কর নিশা, রুধির রঞ্জিত।
রাত বারো গতে শুনি আচম্বিতে বিপুল গোলাগুলি সর্বত্র বিস্তৃত।
শঙ্কাশঙ্কিত মনে যায় দেওড়ি বারে, দেখি পাকিস্তানী সেনা মত্ত নিধনে।
প্রহরারত সেনা বৃক্ষপরে, গৃহচূড়ে দেখে মোরে, বিমূঢ় আমি বিস্ময়নে;

প্রমাদ গুণি, ত্বরিত ঘরে ফিরি, আবদ্ধ হই সবে একত্রে মুল শয়নকক্ষে।
মারে শতশত পশুর মত, পলায়নরত আহত যত হয় নিহত অলক্ষে

সর্বত্র অজস্র অস্ত্র - গরজনে মুখরিত আকাশবাতাস উত্তপ্ত রাত।
উন্মত্ত সেনা মারে পায় যারে ঘরবারে, উঁকি মারিলেও জীবনপাত।
নিরস্ত্র জনতা ক্রন্দনরোল আর্তনাদ হাহাকারে, কাঁপে ভুবন,
কাঁপে না নিঠুর সেনার বুক; অকম্পিত হৃদয়ে করে সবে হনন।

শেষ রজনীতে কড়া নাড়ে জোরে, মোর দোরে সেনা, চাহে পানি উর্দ্দুতে
অনড় সাড়ায় আমি রহি খাড়া ঘরদুয়ারে, দাঁড়া মৃত্যুদ্বার প্রান্তে।
তুড়িল তারা দলুজদরজা ঢুকিলো সন্নিহিত খালি ঘরে,
মেনরুম ছামুতে ছিলেন মোতায়েন এক মহান, হয়তো দলপ্রধান, তরিতে মোরে।
ফরমান তিনি উচ্চস্বরে, 'এবে চল সবে ত্বরিতে, কেহ নহি তিষ্ঠে এ বাড়ীতে, গেছে চলে।'

হয় সবে বহির্গামী বেওজরে, বিকট বিপদ কাটে, রক্ষা পাই জীবনে মহিম ফজলে।
তাও আতঙ্কে কাটে দিন অনাহারে, রাতজাগরে, নিয়ে মৃত্যুশমন শয়নশিওরে।
ভাবি একান্তে হবে কবে শেষ এ জিল্লতি, পাব কবে নিষ্কৃতি, ভজনপূজন তাঁর অন্তরে।

বিশ ঘন্টা অন্তে কারফিউ স্থগিদ হলে দেখি স্রিতলে নিহত দুজনে[1] আহত চাকর,
রক্তাক্ত শিড়ি, ছাদে লাশ সারিসারি, হৃদয়বিদারী, বিভৎস দৃশ্য বিস্তর।
ছুটি তরিঘড়ি আনতে গাড়ী প্রশাসনিক ভবনে, পালাতে হবে কথা দূর
গাড়ী মোর হতো রফা না মানলে মোস্তফা সাবের কথা, শতসহস্র শুকুর।
দেখি গাড়ীআনাপথে, পুঞ্জিকৃত শব ক্লাবসামনে প্রশাসনিক বিল্ডিংপিছে।

প্রস্থান উদ্যত ক্ষনে অনুরোধে দুপরিবার [2] নাচার দিতে তাদের মহম্মাদপুর পৌছে।
করি ইতস্তত, হই সম্মত; করি নির্বুদ্ধির কাজ নির্বোধের মত, না ভেবে পূর্বাপর।
যায় রেখে তিন অবলা ঘরে; ঘটতো যদি বিপদ পথে, অবস্থা ছিল ভয়ঙ্কর,
দেখি খেপ পথে অবস্থা ধুন্দুমার, লাশ বেসুমার মর্ষিদারে মর্মন্তুদ দৃশ্যে
কম্পিত শঙ্কিত হৃদে ফিরি, চম্পটী শশুরালে সঙ্কট উত্তরণ উদ্দেশ্যে।
জাগরশ্রান্ত ক্ষুধার্ত, ত্রাস-বিদ্ধস্ত দশা দর্শিতে ব্যর্থ শ্বশুর হলেন বরং তিক্ত
মুস্লীমলীগপন্থী তিনি ব্যস্ত অনুধ্যানে, পাকিস্তান, মোর হালে অনাসক্ত।
...

1. Fazlur Rahman of the Department of Soil Science, Dhaka University and his nephew.
2. Anwar Pasha (Bangla Department) and Rashidul Hasan (English Department)